দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষাঙ্গনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন

পুলিশের প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশ

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলা ও সহিংস ঘটনার সঙ্গে জড়িত যে দলের হোক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশকে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গতকাল রবিবার রাজারবাগ টেলিকম অডিটোরিয়ামে মহানগর পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে সংঘর্ষ ও দখলবাজির ঘটনা সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে (২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষাঙ্গনে বিশৃঙ্খলা

(প্রথম পৃঃ পর)

এই নির্দেশনার কথা জানান। তারা বলেন, এ নির্দেশ শুধু তাদের নয়, এটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ।

গতকাল মহানগর পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে তাদের প্রথম মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিশেষ অতিথি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিব আবদুল করিম এবং পুলিশের আইজি নূর মোহাম্মদ ও মহানগর পুলিশ কমিশনার নাইম আহমেদ বক্তব্য রাখেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকা কম নয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশের নিরপেক্ষ ভূমিকা প্রদানের জন্য আইজিপিসহ অন্য কর্মকর্তাদের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান। স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম পাক হানাদার বাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইনে নিরস্ত্র সদস্যদের উপর আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করে। পুলিশ সদস্যরা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। তাদের রক্তের ঋণ জাতি স্মরণ রাখবে। দিন বদলের সনদ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে পুলিশ বাহিনীতে আধুনিকায়ন করা হবে। জনতাই পুলিশ ও পুলিশই জনতা এই ভাবমূর্তি দেশবাসীর নিকট গড়ে তুলতে হবে। পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭ বাস্তবায়ন করার বিষয়টি সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। পুলিশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে এই অধ্যাদেশ বাস্তবায়ন করা হবে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন। পুলিশ কনস্টেবলদের করুণ অবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকার তাদের দুঃখ-কষ্ট নিবারণে সম্ভাব্য সবকিছু করবে।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, জনগণের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমরা বদ্ধপরিকর। কোন রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর স্বার্থরক্ষার জন্য আমরা আসিনি। পুলিশকে পেশাদারিত্ব মনোভাব নিয়েই কাজ করতে হবে। পুলিশে যোগদান করার সময় জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যে শপথ নিয়েছেন তা সঠিকভাবে তিনি বাস্তবায়ন করার জন্য পুলিশের প্রতি আহ্বান জানান। স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরের রক্তস্রোতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শহীদ তাজউদ্দিন আহমদের পুত্র স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এক পর্যায়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী ইশতেহারে যে ঘোষণা দিয়েছেন, তার একটি হলো জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্তই হলো দেশের আইনশৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করে পুলিশের ভাবমূর্তির উন্নতি হয়েছে। ২০০৮ সালের নির্বাচন একটি মডেল হয়ে থাকবে। এর কৃতিত্ব পুলিশ বাহিনীর রয়েছে। তিনি গত দুই বছরের ন্যায় আইন-শৃংখলা শান্ত রাখার জন্য পুলিশের প্রতি আহ্বান জানান।

পুলিশের আইজি বলেন, নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে গেলে অনেক সময় পুলিশ বাধাগ্রস্ত হয়। সেই ক্ষেত্রে সরকারের অর্থাৎ দলীয় সহযোগিতার প্রয়োজন।

এর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী রাজারবাগ পুলিশ লাইনে শহীদ পুলিশ সদস্যের স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।